গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা।
www.dghs.gov.bd

নং- স্বাঃ অধিঃ/প্রশাসন/সার্কুলার/২০১৮/ ৫২০৭ তারিখঃ ২৭/০৫/২০১৯ ইং

পরিপত্র

ছুটিকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

যেহেতু জরুরী স্বাস্থ্যসেবা সার্বক্ষনিক চালু রাখতে হয় এই জন্য সাপ্তাহিক ছুটিসহ অন্যান্য ছুটির দিনে চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জরুরি বিভাগে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এছাড়া গত কয়েক বছর ধরে পবিত্র ঈদের ছুটিকালীন সময়ে বিশেষ আদেশে সীমিত পরিসরে আউটডোর খোলা রাখা হচ্ছে। জরুরী ও অন্তঃবিভাগ সেবা চালু থাকা সত্বেও ঈদের ছুটিকালীন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী অপ্রতুলতার সময়ে আউটডোর সার্ভিস খোলা রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলমান আছে। তারই প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বিষয়ক কিছু তথ্য বিশ্লেষন ও সেবাদানকারীদের মতামতের ভিত্তিতে ছুটিকালীন সময়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে নিম্নরুপ নির্দেশনা প্রদান করো হলো।

১. **সাধারন নির্দেশনা সমূহঃ**

(ক) ছুটিকালীন সময়ে সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জরুরী বিভাগ ও অন্তঃবিভাগ সার্বক্ষনিক চালু থাকবে।

(খ) জরুরী চিকিৎসা সেবা কার্যকরী করার জন্য জরুরী চিকিৎসা সেবার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিভাগের (প্যাথলজি, কার্ডিওগ্রাফী, রেডিওলজি ইত্যাদি) কার্যক্রম চলবে।

(গ) জরুরী সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সহায়ক স্টাফ (যেমন ওয়ার্ডবয়, ক্লিনার) দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঘ) ছুটিকালীন সময়ে সকল স্তরের প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রধান ষ্টেশনে থাকবেন। তিনি ছুটিতে থাকলে উপযুক্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ষ্টেশনে থাকবেন।

(ঙ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার সারা দেশের উৎসব ছুটিকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করবে।

(চ) আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় হাসপাতালে আগত রোগী, কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, হাসপাতাল ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

(ছ) সেবা প্রদানকারীরগণ ছুটি শেষ হবার পর থেকে সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে ছুটিকালীন প্রতি ৮ঘন্টা/প্রতি শিফটের দায়িত্ব পালনের জন্য ১ দিন করে ডে-অপ পাবেন। এই ডে-অফ দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এককালীন অথবা আলাদা আলাদাভাবে ভোগ করতে পারবেন।

২. **উপজেলা পর্যায়ে উপজেল স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহ :**

(ক) ছুটিকালীন সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আউটডোরে সার্ভিস সীমিত আকারে (সকাল ৯.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত) খোলা থাকবে (ঈদের দিন ব্যতীত)। জরুরী স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী, রোগীবান্ধব ও সুসংগঠিত করতে হবে।

(খ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছুটিকালীন নিম্নোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে:
(!) সার্বক্ষনিক (২৪ ঘন্ট) ইসিজি, আরবিএস (গ্লুকোমিটার), ব্লাড গ্রুপিং ও ক্রস ম্যাচিং
(!!) সকাল ১০ টা থেকে রাত ৯.০০ টা পর্যন্ত সিবিসি, ইউরিনআর/এম/ই, ক্রিয়েটিনিন এক্সরে।

চলমান পাতা ২

(গ). ছুটিকালীন সময়ে অন্তঃবিভাগে, জরুরী বিভাগ এবং ওটিতে পর্যাপ্ত পরিমানে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(ঘ) স্বাভাবিক প্রসূতি কার্যক্রম চলবে। এছাড়া যে সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইওসি সার্ভিস চালু আছে, সেখানে ছুটিকালীন সময়ে আবশ্যিকভাবে গর্ভকালীন ও প্রসূতিসেবা চালু রাখতে হবে। প্রয়োজনে গাইনী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং এ্যানেসথেসিয়া চিকিৎসক অন-কলে এই সেবা প্রদান করবেন।

৩. **ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়:**

(ক) ঈদের দিন ব্যতীত ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক সীমিত আকারে (সকাল ৯.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত) খোলা থাকবে।

৪. **জেলা কন্ট্রোল** রুমঃ

(ক) সিভিল সার্জন ছুটিকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করবেন।

(খ) উৎসব ছুটিকালীন সময়ে সিভিল সার্জন অফিসে কন্ট্রোলরুম চালু থাকবে। কন্ট্রোলরুম জেলার জরুরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মনিটর করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট জেলার সদর উপজেলার ইউএইচএফপিও কন্ট্রোল রুমের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন

(ঘ) মেডিকেল অফিসার (সিভিল সার্জন) কন্ট্রোল রুমের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) সিভিল সার্জন কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ (যেমনঃ প্রধান সহকারি, পরিসংখ্যানবিদ, অফিস সহকারি, অফিস সহায়ক) তাদেরকে সহায়তা প্রদান করবেন।

৫. **জেলা সদর হাসপাতাল সমূহ:**

(ক) জেলা সদর হাসপাতালে ঈদের ছুটিকালীন আউটডোর সার্ভিস সীমিত আকারে (সকাল ৯.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত) খোলা থাকবে (ঈদের দিন ব্যতীত)। ইমারজেন্সী বিভাগে একসাথে রোষ্টারের মাধ্যমে প্রতি শিফটে ২জন করে চিকিৎসককে কর্তব্যরত রাখতে হবে। এতে করে আউটডোর সেবা নিতে আসা রোগীরা জরুরী বিভাগেই প্রয়োজনীয় সেবা পাবেন। আবার জরুরী সেবা কার্যক্রমও অধিকতর শক্তিশালী হবে।

(খ) জেলা সদর হাসপাতালে ছুটিকালীন নিম্নোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে:

(!) সার্বক্ষনিক (২৪ ঘন্টা) ইসিজি (ইমারজেন্সীতে এবং ইনডোরে), আরবিএস (গ্লুকোমিটার), ব্লাড গ্রুপিং ও ক্রস ম্যাচিং ।

(!!) সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সিবিসি, গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন, ইউরিন আর/ই, ক্রিয়েটিনিন, লিপিড প্রোফাইল, এক্সরে।

(!!!) জেলা সদর হাসপাতালে অন-কলে আল্ট্রাসনোগ্রাম করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এতে করে ইওসি সার্ভিস অধিকতর কার্যকর হবে।

(গ) সার্জারী বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের নেতৃত্বে "কোড রেড টীম" যা "মাস-ক্যাজুয়ালিটি" (সড়ক দুর্ঘটনা, ভূমিধ্বস/পাহাড়ধ্বস, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি) এর সময় দায়িত্ব পালন করবে।

(ঘ) ইওসি সার্ভিস সম্পূর্ণরুপে চালু থাকবে।

(ঙ) স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় প্রতি বিষয়ে একজন করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সার্বক্ষনিক অন-কলে দায়িত্বরত থাকবেন।

(চ) জেলা সদর হাসপাতালে ছুটিকালীন সময়ে অন্তঃবিভাগে পর্যাপ্ত পরিমানে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হাসপাতাল ফার্মেসী খোলা রাখা যেতে পারে।

৬. মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল সমূহ:

(ক) পরিচালক মহোদয় সেন্ট্রাল রোষ্টারের মাধ্যমে প্রতি বিভাগে সার্বক্ষনিক চিকিৎসা কার্যক্রম চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

(খ) মেডিকেল কলেজে সার্জারী বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের নেতৃত্বে "কোড রেড টীম" থাকবে যা "মাস-ক্যাজুয়ালিটি" (সড়ক দুর্ঘটনা, ভূমিধ্বস/পাহাড়ধ্বস, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি) এর সময় দায়িত্ব পালন করবে।

চলমান পাতা-৩

(গ) হাসপাতালে ছুটিকালীন সময়ে অন্ত:বিভাগে পর্যাপ্ত পরিমানে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হাসপাতাল ফার্মেসী খোলা রাখা যেতে পারে।

(ঘ) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতালে ছুটিকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

ডাঃ মো: আমিরুজ্জামান)
পরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
ফোন: ৫৫০৬৭১৬৬
hrm@ld.dghs.gov.bd

নং- স্বা: অধি:/প্রশাসন/সার্কুলার/২০১৮/ ৫২০৯/৩১২ তারিখ: ২৭/০৫/২০১৯ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলো:

১. পরিচালক(হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ/পিএইচসি/এমআইসএ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২. পরিচালক (জাতীয় বক্ষব্যধি ইনঃ ও হাসপাতাল /জাতীয় ক্যান্সার গবেষনা ইনঃ ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা/জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল /জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান/ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স ও হাসপাতাল/জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল/জাতীয়বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র/জাতীয় কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা/ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইএনটি, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. লাইন ডাইরেক্টর, সিবিএইচসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪. পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ----------(সকল)।
৫. পরিচালক, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা/মুগদা জেনারেল হাসপাতাল/ ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর-১৪, ঢাকা/পরিচালক, পাবনা মানসিক হাসপাতাল, পাবনা।
৬. পরিচালক (স্বাস্থ্য) ----------(সকল)।
৭. অধ্যক্ষ কাম-অধীক্ষক, সরকারী হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর-১৪, ঢাকা / সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর-১৩, ঢাকা/সরকারী তিব্বিয়া কলেজ, সিলেট।
৮. তত্ত্বাবধায়ক/চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক/৩০০ শয্যা/২৫০ শয্যা/১৫০ শয্যা/১০০শয্যা/বক্ষব্যাধিহাসপাতাল.(সকল)
৯. সহকারি পরিচালক(এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। পরিপত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০. সিভিল সার্জন/সিভিল সার্জন কাম- তত্ত্বাবধায়ক----------(সকল)।
১১. সিনিয়র কনসালটেন্ট, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
১২. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ----------(সকল)।

সদয় অবগতির জন্য প্রেরন করা হলো:

১. মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। দৃ: আ: মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। দৃ: আ: মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব।
৩. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। দৃ: আ: সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)।
৫. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ডাঃ মো: আমিরুজ্জামান)
পরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
ফোন: ৫৫০৬৭১৬৬
hrm@ld.dghs.gov.bd